প্রশ্ন :=> সংস্কৃত সাহিত্যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ => ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদের ব্যাপক অনুশীলন হয়েছিল। এই 'আয়ুর্বেদ' শব্দটি দুটি সংস্কৃত শব্দের সংযোগে গঠিত যথা আয়ুস্ এবং বেদ। আয়ুস্ শব্দের অর্থ জীবন এবং বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। অতএব আয়ুর্বেদ শব্দের অর্থ হল জীবনের জ্ঞান বা বিজ্ঞান। অর্থাৎ যে জ্ঞানের মাধ্যমে জীবনের কল্যাণ সাধন হয় তাকে আয়ুর্বেদ বা জীববিদ্যা বলে। এককথায় যে শাস্ত্র পাঠ করলে আয়ু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায় সেই শাস্ত্রকে বলা হয় আয়ুর্বেদ। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে —

"হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ুস্তস্য হিতাহিতম্
মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্বেদঃ স উচ্যতে।।"

অর্থাৎ আয়ু চার প্রকার - হিতায়ু, অহিতায়ু, সুখায়ু ও দুঃখায়ু। এই চতুর্বিধ আয়ু এবং আয়ুর হিতকর ও অহিতকর সমস্ত বিষয়, আয়ুর পরিমাণ ও স্বরূপনির্ণয় যে শাস্ত্রে কথিত আছে তাকে আয়ুর্বেদ বলে।

আয়ুর্বেদের প্রয়োজন :=> জীবনের লক্ষ্য আমাদের যাই হোক না কেন, সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার মূলে আছে সুস্বাস্থ্য ও নীরোগ শরীর। স্বাস্থ্যহীনতা ও রুগ্নতা জীবন সংগ্রামে ব্যর্থতার মূল কারণ। চরকসংহিতায় বলা হয়েছে —

"ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্
রোগাস্তস্যাপহর্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।।"

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের দ্বারাই শরীরকে সুস্থ ও নীরোগ রাখা সম্ভব। কিন্তু মানুষ মাত্রেই স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম কমবেশী লঙ্ঘন করে থাকে। অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত নিয়ম পালন করলেও ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। কারন "শরীরং ব্যাধিমন্দিরম" মানুষের শরীর মাত্রেই ব্যাধির আকর। তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেই নিহিত আছে ধাতুসমূহকে সাম্যাবস্থায় আনার নানান উপদেশ। ধাতু অর্থাৎ যে গুলো রোগের মূল কারণ। কাজেই শরীর গঠনকারী ধাতুসমূহকে সাম্যাবস্থায় এনে বিভিন্ন ব্যাধির আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করার জন্যই আয়ুর্বেদশাস্ত্র অপরিহার্য্য, তাই চরকসংহিতায় বলা হয়েছে — " কার্য্যং ধাতুসাম্যমিহোচ্যতে
ধাতুসাম্যক্রিয়া চোক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্ ॥"

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের উৎপত্তি :=> প্রকাশ প্রসিদ্ধি বা জনশ্রুতি, আছে যে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করার পূর্বে 'ব্রহ্মসংহিতা' নামে একলক্ষ শ্লোকে নিবদ্ধ এবং এক সহস্র অধ্যায় বিভক্ত আয়ুর্বেদ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরে তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকুলকে অল্পায়ু ও অল্পমেধা দেখে সেই বৃহদাকার ব্রহ্মসংহিতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার কাছ থেকে এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষা লাভ করেন বিষ্ণু মহেশ্বর, সূর্য এবং দক্ষ প্রজাপতি। দক্ষপ্রজাপতির কাছ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কাছ থেকে দেবরাজ ইন্দ্র। ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্রের কাছ থেকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা গ্রহণ করলে মর্ত্যে আয়ুর্বেদের শুভ সূচনা হয়।

Scanned by CamScanner

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ এবং তার সম্প্রদায় :=> স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার দ্বারা বিভক্ত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ বা তন্ত্র হল —

1. শল্যতন্ত্র (শল্যবিদ্যা ও ছেদবিদ্যা / Major Surgery)
2. শালাক্যতন্ত্র (চোখ, কান, নাক ও গলার চিকিৎসা)
3. কায়চিকিৎসা (সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যা / Therapeutics)
4. ভূতবিদ্যা (পাগলের চিকিৎসা)
5. কৌমারভৃত্য (শিশু চিকিৎসা)
6. অগদতন্ত্র (বিষ ও বিষক্রিয়ার চিকিৎসা)
7. রসায়নতন্ত্র (বার্ধক্যে স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত চিকিৎসা)
8. বাজীকরনতন্ত্র (পুনর্যৌবন প্রাপ্তি সংক্রান্ত চিকিৎসা)

উল্লিখিত আটটি তন্ত্রে বহু বিষয়ের চিকিৎসার কথা বর্ণিত হয়েছে। দুস্তর সমুদ্রের ন্যায় সুবিশাল এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্র একজন মানুষের পক্ষে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। তাই এক একটি তন্ত্রকে অবলম্বন করে চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। আয়ুর্বেদের এই সম্প্রদায়গুলি হল — ১ আত্রেয় সম্প্রদায় ২ ধন্বন্তরি সম্প্রদায় ৩ শালক্য সম্প্রদায় ৪ ভূতবিদ্যা তান্ত্রিক সম্প্রদায় ৫ কৌমারভৃত্য সম্প্রদায় ৬ অগদ তান্ত্রিক সম্প্রদায় ৭ রসায়ন তান্ত্রিক সম্প্রদায় ৮ বাজীকরণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়।

ভারতে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ :=> ভারতে আয়ুর্বেদের বীজ উপ্ত হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। ঋগ্বেদ সংহিতার রুদ্রসূক্তে বলা হয়েছে —

Scanned by CamScanner

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্ ... বিস্তৃতা: ॥"
অর্থাৎ হে রুদ্র, আমরা যেন তোমার দেওয়া সুখকর ওষধিদ্বারা শতবর্ষ জীবিত থাকতে পারি। তুমি, আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর, আমাদের পাপ নির্মূল কর এবং শরীরের সকল ব্যাধি দূর কর।

তবে অথর্ববেদের ভৈষজ্যমন্ত্র, আয়ুষ্যমন্ত্র, পৌষ্টিক মন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে নিহিত আছে আয়ুর্বেদের উৎস। অথর্ববেদের ঋষিরা রোগব্যাধির নেপথ্যে বিশেষ অসুরের কল্পনা করে মন্ত্রশক্তির সাহায্যে তাকে দূর করতে চেয়েছেন। তাই জ্বরাসুরের বিনাশের জন্য ঋষিকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়েছে —

"অয়ং যো বিশ্বান্ হরিতান্ কৃণোষ্যুচ্ছোচয়ন্নগ্নিরিবাভিদুন্বন্।
অধা হি তক্মন্নরসো হি ভূয়া অধান্যঙ্ঙধরাং বা পরেহি ॥"

অশ্মরীরোগ, শূলবেদনা, উদরী, চক্ষুরোগ, বাত, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের মন্ত্র অথর্ববেদে আছে। দীর্ঘ নীরোগ জীবন এবং সুন্দর স্বাস্থ্য লাভের জন্য আয়ুষ্য মন্ত্রের প্রয়োগ করা হত। এই ধরনের একটি মন্ত্রে দ্যুলোক ও পৃথিবীলোকের মত প্রাণকে অভয় দান করে বলা হয়েছে — "যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যত:।
এবা মে প্রাণ মা বিভে:।"

□ বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায় যে শারীর-বিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বৈদিক ঋষিদের

অজানা ছিল না। আয়ুর্বেদশাস্ত্রকে বেদের অন্যতম সহায়ক বিদ্যারূপে গণ্য করা হত, শল্য চিকিৎসা সম্পর্কে প্রাচীন ঋষিদের জ্ঞান ছিল লক্ষ করার মত। ঋগ্বেদে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় যুদ্ধে ছিন্ন বিশপলার পদদ্বয়ে লৌহময় জঙ্ঘা লাগিয়ে দিয়েছিলেন — "সদ্যো জঙ্ঘামায়সীং বিশপলায়ৈ ধনে হিতে সর্তবে প্রত্যধত্তম।" বৈদিক যুগে বস্ত্যাকরণ এবং মস্তিষ্কের শল্যচিকিৎসা ক্রিয়ারও বিশেষ চর্চা হত। তাই V. Varadachari মন্তব্য করেছেন — "Surgery was practised including major operations like amputation, laparotomy and trephining of the skull." প্রাচীন সাহিত্যে এমন কিছু ঋষির নাম পাওয়া যায় যাঁরা চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কে উপদেশ দান করতেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মহর্ষি আত্রেয়। আত্রেয়কেই এই বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তকরূপে গণ্য করা হয়।

আয়ুর্বেদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও গ্রন্থকার :=>

পূর্বেই উল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এমন কিছু কৃতবিদ্য চিকিৎসক ছিলেন যাঁদের রচিত আয়ুর্বেদ বিষয়ক গ্রন্থ প্রাচীন ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যেমন- 'চরকসংহিতা' গ্রন্থটির রচয়িতা মহর্ষি আত্রেয়র অন্যতম শিষ্য অগ্নিবেশ। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ইতিহাসে চরকসংহিতার পরেই সুশ্রুতসংহিতার স্থান। সুশ্রুত এই গ্রন্থের রচয়িতা নন। কারণ সুশ্রুত নিজেই যদি সংহিতাকার হতেন তবে তিনি নিজেকে প্রকৃতরূপে

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

নমস্কার করতেন না। বলা হয় নাগার্জুনের দ্বারা সংস্কৃত গ্রন্থটি হল সুশ্রুত সংহিতা।
চিকিৎসাশাস্ত্রের অপর এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল আত্রেয়ের শিষ্য ভেল রচিত 'ভেলতন্ত্র' বা 'ভেলসংহিতা'। অপর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বাগভট্ট তিনি তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন। যথা - ① অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ② অষ্টাঙ্গহৃদয় এবং ③ রসরত্নসমুচ্চয়। বাগভট্টের পরবর্তী অপর উল্লেখযোগ্য আয়ুর্বেদাচার্য্যরা হলেন — মাধব, চক্রপাণি দত্ত, জীবক প্রমুখ।

আয়ুর্বেদের অবনতি :⇒ ভারতবর্ষে উদ্ভূত ও পরিশীলিত যে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা একদা বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল, বর্তমানে তার অবনতি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এর মূলে কতকগুলি কারণ আছে। যেমন — ① বহিঃশত্রুর আক্রমণে দেশের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছিল।
② (আকবর ছাড়া) মুসলমান রাজত্বকালে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অন্ধকার যুগ ছিল।
③ ব্রিটিশ রাজশক্তির করাল গ্রাসে আয়ুর্বেদের অবনতি আরও ত্বরান্বিত হয়।
④ স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সরকারী ঔদাসীন্য আয়ুর্বেদের অবনতির অন্যতম কারণ।

□ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, অদূর ভবিষ্যতে আয়ুর্বেদের মরা গাঙে আবার জোয়ার আসবে, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"